DEC. 28 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

বিলেতে বাংলাদেশী ক্যাটারিং শিল্পের জনশক্তি চাহিদা মেটাতে দেশে গড়ে উঠেছে পেশাদারী শিক্ষালয়

বিলেতের প্রবাসী বাংলাদেশীদের বহু কমিউনিট সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠছে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় নানা ধরনের বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে কারিগরি পেশাগত বা ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা। এ ধরনের পেশাদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইনটারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যাগ্রিকালচার এনড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) এবং বিলেতের নাহিন এসোসিয়েশন ইনটিগ্রেটেড ডেভলপমেন্টের (নেইড) যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাচেলর অব আর্টস ইন টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী কোর্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে এই ডিগ্রী কোর্স পেশাদারী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

বিশ্ব বাজারে বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকায় পর্যটন এবং ব্যবস্থাপক (ট্যুরিজম এন্ড ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ক পেশাদারী শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বৃটেনেও হোটেল শিল্পেও পেশাদারী কর্মচারীরও অভাব অনেক। তাই তারা খুঁজছেন পেশাদারী ট্রেইন্ড কর্মচারী।

বিশ্বের বাজারে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রীর ও দক্ষ (১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিলেতে বাংলাদেশী ক্যাটারিং

(৩য় পৃঃ পর)

কর্মচারীদের চাকরির ব্যাপক অভাব।

বাংলাদেশের বহু ছাত্র-ছাত্রী আইন, চিকিৎসা, কম্পিউটার টেকনোলজি, প্রিন্টিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেত, আমেরিকা, সাইপ্রাস, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, স্পেন এসব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাগত ডিগ্রী অর্জন করতে যাচ্ছে।

বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইতিমধ্যে এসব দেশে নিজেদের চাকরি ব্যবসায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। প্রচুর পরিমাণে তারা বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তারা অন্যতম উৎস।

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) ট্যুরিজম ও হসপিটালিটির ম্যানেজমেন্টের উপর চার বছরের একটি ডিগ্রী কোর্স শুরু করেছে। কোর্সটি হচ্ছে 'ব্যাচেলর অব আর্টস ইন টুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট।'

এই কোর্স সম্পূর্ণরূপে পেশাদারী উচ্চ শিক্ষা। স্বাধীনতার পর বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন কোন কোন বাঙ্গালীরা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ক্যাটারিং শিল্প রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা একটা প্রধান ব্যবসা। বিলেতে দশ হাজারের বেশী বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট রয়েছে। 'ইন্ডিয়ান তন্দুরী রেষ্টুরেন্ট' বলে পরিচিত এইসব কারী হাউজের মালিক-কর্মচারীর শতকরা নব্বইভাগই আমাদের বাংলাদেশী। এছাড়া ভারত, পাকিস্তানীরাও এই ধরনের ক্যাটারিং শিল্পে জড়িত রয়েছে। ক্যাটারিং শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র, হাঁড়ি-পাতিল, কাঁচামাল, ড্রিঙ্ক প্রভৃতি সাথে সাথে গড়ে উঠেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশী মালিকানাধীন এইসব ক্যাটারিং শিল্প প্রতি বছর বৃটিশ সরকারকে প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড আয়কর ও ভি,এ,টি হিসেবে দিয়ে থাকে। তাই সহজেই বোঝা যায় আমাদের খাবারের চাহিদা বিদেশে কিভাবে বেড়ে চলেছে। এখানে উল্লেখ করলেও ভুল হবে না যে, বৃটিশ সমাজে খাদ্যাভ্যাস আমাদের রাইস এন্ড কারী দিয়ে বদলিয়ে ফেলেছি।

বিলেতের দশ হাজার বাংলাদেশী বাস করে। সেখানে প্রথম কাতারের দশটি রেস্টুরেন্টের মধ্যে বাংলাদেশী মালিকানায় রয়েছে প্রায় চার-পাঁচটি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজধানী লন্ডন শহরের প্রাণকেন্দ্র 'সোহো' এলাকার 'রেড কোর্ট' 'সোহস্পাইস' অন্য এলাকায় 'ল্যা রাজ' বাংলা টাউনের ক্যাপে নাজ ও আরও দু একটি বিলেতের প্রথম দশটির মধ্যে রয়েছে।

এখন মূল কথায় আসি। বিলেতের 'তন্দুরা রেস্টুরেন্ট' ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করলাম এর কারণ হলো যে, আমাদের ক্যাটারিং শিল্প কিভাবে বৃটিশ সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। আগের চেয়ে এই শিল্পে এখন পেশাদারী ও দক্ষ কর্মচারী, যেমন সেফ ওয়েটার, ম্যানেজার, বার পারসন ইত্যাদির প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়েছে। আগে পেশাদারী কর্মচারীর জন্যে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না। কিন্তু বর্তমানে ক্যাটারিং শিল্প পশ্চিমা দেশগুলোতে একটি অন্যতম প্রধান ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই ক্ষেত্রে পেশাদারী কর্মচারীরও চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে আই,ইউ,বি,এ,টি (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনলজি) ও এন,এ,আইডির (নাহিন এসোসিয়েশন ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট) যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় 'ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট' ডিগ্রী কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা পদ্ধতির একই ধারায় এই ডিগ্রী কোর্সের ক্যারিকুলাম তৈরী করা হয়েছে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বর্তমানে ও আগামীতে বিশ্ব-বাজারে বাংলাদেশী ও বিদেশী ক্যাটারিং শিল্পে কর্মচারীর অভাব পূরণের জন্যেই এই উদ্যোগ। শুধু বিদেশে নয়, দেশেও পেশাদারী ডিগ্রীপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ব্যাপক চাহিদা দেখা দিয়েছে। তাই দেশে ও বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ সমা[জ] ক্যাটারিং পেশা বেছে নিয়ে বেকারত্বে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। এ তরু[ণ] সমাজকে খাতা-কলমে প্রাকটিক্যাল শিক্ষ[া] দেয়া হবে যাতে চাকরির দ্বার তাদের জন্[যে] উন্মুক্ত হয়।

এই কোর্সে ডিগ্রী গ্রহণের পর বিলেতস[হ] বিদেশের অন্যান্য দেশে যাওয়ার সুযোগ[ও] থাকবে। এই কোর্সের ন্যূনতম যোগ্যতা লাগবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচ,এস,সি বা সমমানের যেকোন সার্টিফিকেট অর্থাৎ ১২ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকতে হবে। ১২ বছরের মধ্যে যাদের বিরতি রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারবেন।

'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি'র (আইইউবিএটি) ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম, আলীম উল্লাহ মিয়া (পি,এইচ,ডি) চলতি বছরের মাঝামাঝি লন্ডনের বাংলা টাউনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'ট্যুরিজম এন্ড ম্যানেজমেন্ট' ডিগ্রী কোর্সের ব্যাপারে বিষদ আলোচনা করেছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন ও এই কোর্সের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকারী আনোয়ার আলী (এম,বি,এ)। তিনি বিলেতে প্রতিষ্ঠিত নাহিন এসোসিয়েশন ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (এন,এ,আই,ডি) সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা।

আনোয়ার আলীও (এম,বি,এ) যৌথ উদ্যোগে তাদের কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

প্রফেসর মিয়া এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন যে, 'অসুরের রাজত্বে কোনদিন সুর সৃষ্টি করা যায় না, তাই সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি।' বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার বদলে সন্ত্রাস তাই তিনি বলেছিলেন সেখানে মানুষ তৈরী করা সম্ভব নয় সরকারী চাকরি ছেড়ে ১৯৯১ সালে তিনি আই,ইউ,বি,এ,টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নেইডের প্রধান আনোয়ার আলী বিলেতের কার্ডিফ শহরে বাস করেন। একজন প্রতিষ্ঠিত নবীন ব্যবসায়ী। তিনি নানা ধরনের সাহায্য সংস্থার সাথেও জড়িত। বিলেতে এন,এ,আই,ডিও একটি সাহায্য সংস্থা। কার্ডিফেই প্রধান কার্যালয়।

□ আমিনুল হক বাদশা